



পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

## নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সदा सतर्क दृष्टिसम्पन्न

*শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল আদনানী আশ-শামী*

সমস্ত প্রশংসা প্রবল ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর জন্য। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর যাকে তরবারী দিয়ে পাঠানো হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার প্রতি রহমত হিসেবে। আম্মাবাদ,

আল্লাহ সুবহানাহ্ তাআলা বলেন, “তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং তাদের পরে অন্য অনেক (কাফিরদের) দলও, আর প্রত্যেক জাতিই অভিসন্ধি এঁটেছিল তাদের রাসূলকে পাকড়াও করার জন্য এবং তারা সত্যকে অযথার্থ প্রমাণের প্রচেষ্টায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কতইনা ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি”। [গফির: ৫]

এবং তিনি (সুবহানাহ্ তাআলা) বলেন, “আর যখন তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল আপনাকে বন্দী করার অথবা হত্যা করার কিংবা নির্বাসন দেয়ার (মক্কা থেকে)। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্র

করে আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেন। আর আল্লাহ সকল পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ”। [আল-আনফালঃ ৩০]

তিনি (সুবহানাহু তা’আলা) আরও বলেন, “যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কতইনা চমৎকার কর্মবিধায়ক! অতঃপর, তারা আল্লাহর নেয়ামত এবং অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো (এমনভাবে), কোন প্রকার অনিশ্চয়ি তাদের স্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো। বস্তুত আল্লাহ তা’আলা মহা অনুগ্রহশীল। এই হচ্ছে (প্ররোচনা-দানকারী) শয়তান যে তোমাদের তার সমর্থকদের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। তাই তাদের ভয় করো না, বরঞ্চ আমাকে ভয় করো যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক। [আল ইমরানঃ ১৭৩-১৭৫]

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, উপহাস করা, সত্যের বাহকদের প্রতি মিথ্যারোপ করা, তর্ক, পরিকল্পনা, সৈন্যসমাবেশ, ভীতসন্ত্রস্ত-করণ, শত্রুতায় এবং যুদ্ধে মিথ্যাচার করা- এসবই হচ্ছে সত্যের ব্যাপারে কাফিরদের এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীদের অবস্থা সেই প্রাচীনকাল থেকেই। যুগে যুগে যুদ্ধের পরিচিত কারণগুলো একই রকম। দম্ব এবং হঠকারিতাপূর্ণ মিথ্যার এই নিবেশ যা কিনা নিজেকে এমন এক শক্তিশালী এবং পরাভূতকারী হিসাবে উপস্থাপন করে যে কোন বিজয়ীই তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে কিংবা কোন প্রতিরক্ষাই তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তারা ভীতসন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত, অপদস্থ এবং ভগ্নকৌশল সম্বলিত, প্রকম্পিত এবং পরাজিত, ভূমিতে তাদের অবাধ বিচরণ স্বত্বেও। তাদের টেলিভিশন এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো এমনকি তাদের তান্ত্রিকেরাও রাতদিন সতর্কবস্থায় রয়েছে। তারা সম্মোহন, বানোয়াট কাহিনী, পরিবর্তিত বাস্তবতা আর জনগণকে প্রতারিত করার মাধ্যমে বিতর্ক করে। তারা সত্যের পথিকদের বিরুদ্ধে ধোঁকা দেয়, উস্কানি দেয়, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করে এবং সেনা সমাবেশ করে। তারা শক্তি, সামর্থ্য, বাহিনী এবং প্রচণ্ডতার প্রতিটি বেশেই মরিয়া একদল মিথ্যাচারী মানুষের প্রদর্শন করে, সত্যকে বাতিল করার প্রচেষ্টায় যারা ব্যর্থ হয়, তাদের অনুসারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। এই হচ্ছে প্রতিটি যুগ এবং কালের উদাহরণ।

আপনারা দেখেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারীদের বিপরীত শিবিরে র তুলনায় অল্পসংখ্যক, জীর্ণ সরঞ্জামাদি এবং ক্ষীণ-স্বর বিশিষ্ট। কিন্তু তাদের শক্তিকে কখনই অবদমিত করা যায়নি। তাদের কর্তৃত্ব কখনই ভেঙ্গে ফেলা যায়নি। প্রতিটি যুদ্ধেই তারা ছিলেন অটল এবং প্রতিটি মোকাবেলাতেই তারা ছিলেন সম্মুখ-সারিতে, ভয়হীন কিংবা শঙ্কাহীন। পরিশেষে, তাদের জন্যই থাকবে সাফল্য এবং বিজয়। তারা হচ্ছেন সদাসর্বদা এবং চির-বিজয়ী,

নূহ (আলায়হিস সালাম) এর যুদ্ধ থেকে শুরু করে যতদিন আল্লাহ পৃথিবী এবং তার অধিবাসীদের টিকিয়ে রাখবেন ততদিন। এই সকল কিছুই মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর বিশ্বাসের জন্য। তাঁর থেকেই তাদের শক্তি এবং তাঁরই মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব। তিনি তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাঁর উপরই তারা ভরসা করে। তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে তারা সুনিশ্চিত। এবং তারা ফিরে আসে তাঁর আনুকূল্য এবং প্রতিদান নিয়ে। তারা কাউকেই ভয় করে না তাঁকে ব্যতীত।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকেরা, আল্লাহর অনুগ্রহে কি মূল্যবান বস্তুই না তোমরা অর্জন করেছো! তাঁর কাছেই রয়েছে তোমাদের পুরস্কার। আল্লাহর কসম, তিনি বিশ্বাসীদের বক্ষস্থিত কষ্ট দূর করেছেন নুসাইরিয়া (আলাউইতি) এবং রাফিদাদের (শিয়া) তোমাদের নিজ হাতে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করানোর দ্বারা। তিনি কাফিরদের ও মুনাফিকদের হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ করেছেন তোমাদের মাধ্যমে। আল্লাহর অনুগ্রহে কি মহান জিনিসই না তোমরা অর্জন করেছো! তোমরা কারা? তোমরা কারা হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকেরা? কোথা থেকে তোমরা এসেছ? তোমাদের রহস্য কি? এমন কেন হচ্ছে যে, প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে তোমাদের ভয়ে তাদের হৃদয় বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে? কেন তোমাদের ভয়ে আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের বক্ষের পেশীগুলো কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে আসে? তোমাদের যুদ্ধবিমানগুলো কোথায়? তোমাদের যুদ্ধজাহাজ কোথায়? তোমাদের ক্ষেপণাস্ত্র কোথায়? তোমাদের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র কোথায়? ব্যাপারটা এমন কেন যে পুরো পৃথিবী তোমাদের বিরুদ্ধে একাটা হয়েছে? কাফির দেশগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে কেন একযোগে পরিখা খনন করছে? সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়াকে কি এমন হুমকি দিয়েছ যে তারা তাদের বিরাট সৈন্যদল পাঠাচ্ছে তোমাদের বিরুদ্ধে? তোমাদের সাথে কানাডার কী এমন হয়েছে?

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকেরা এবং সর্বত্র বিরাজমান এর সন্তানেরা! যেখানেই আছো, শুনে নাও এবং অনুধাবন কর। যদি মানুষ তোমাদের নিয়ে মিথ্যাচার করে, তোমাদের দাওলাহ ও আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের খিলাফতকে ব্যঙ্গ করে, তবে জেনে রাখ যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তাঁকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল।

যদি তোমাদেরই জনগণ তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, নিকৃষ্টতম অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তোমাদের সকল জঘন্য বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করে, তবে জেনে রেখ যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তোমাদের চেয়েও জঘন্য সব অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

যদি বিভিন্ন বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়, তবে জেনে রেখো যে তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এইটাই হচ্ছে সুমহান ও সুউচ্চ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। কিংবা তোমারা কি এটা ভেবেছ যে লোক-সাধারণ তোমাদেরকে “আল্লাহু আকবার” আর “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে অভিবাদন জানাবে? আর তারা সোলাসে তোমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাবে? “অথচ তোমাদের উপর এখনো পূর্বে অতিক্রান্ত উম্মাতদের মত তেমন পরীক্ষা আসেনি”[আল বাকারাহ: ২১৪]। কোথায় তোমরা সে স্বাদ গ্রহণ করেছো যা তারা করেছিল?

না, তোমাদেরকে কাঁপিয়ে দিবে। “আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নিবেন মিথ্যুকদেরকে”। [আল-আনকাবুত: ৩]

তোমাদের লাঞ্ছনার পরই আল্লাহ তা'আলা শক্তি ও সম্মান দিয়েছেন। দারিদ্রতার পরই তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। এবং তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন তোমাদের দুর্বলতা ও স্বল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও। তিনি তোমাদের দেখিয়েছেন যে গৌরবান্বিত তাঁর কাছ থেকেই আসে বিজয়। তিনি যাকে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা এই বিজয় দান করে থাকেন।

সুতরাং জেনে রেখ যে, আল্লাহর শপথ - আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসা বিমানবহরকে ভয় করি না কিংবা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্রকেও না অথবা ড্রোন আর স্যাটেলাইটকেও না, না কোন যুদ্ধজাহাজকে, না গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রকে। কিভাবে আমরা তাদের ভয় করতে পারি যখন মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে কে আছে এমন যে তোমাদের সাহায্য করবে তাঁর পরে? আর আল্লাহ এর উপর বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত”। [আল-ইমরান: ১৬০]

কিভাবে আমরা তাদের ভয় করতে পারি যখন সুমহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর তোমরা নিরাশ হইও না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে”। [আল-ইমরান: ১৩৯]

কিভাবে আমরা তাদের ভয় করব, যখন তোমরা প্রমান করেছো যে তোমরাই হলে বীরসেনা এবং আসল যোদ্ধা? যখন তোমরা প্রতিরোধ করো, তখন তোমাদের দৃঢ়তম পাহাড় বলে বোধ হয়। আর যখন তোমরা আক্রমণ কর, মনে হয় যেন শিকারী যোদ্ধা। তোমরা উন্মুক্ত বক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি হও, যখন এই দুনিয়ার জীবন থাকে তোমাদের জীর্ণ পায়ের নীচে। শপথ আল্লাহর,

আমি তোমাদের মধ্যে এমন কাউকেই পাইনি যে কিনা প্রতিটি যুদ্ধে অগ্রে ছুটে যায়না এবং প্রতিটি যুদ্ধেই শাহাদাতের তামান্নায় উন্মুখ হয়ে থাকে না। তোমাদের মাঝে আমি সঞ্জীবিত কুরআনকে চলতে দেখি। আল্লাহর অনুগ্রহে কি মূল্যবান বস্তুই না তোমরা অর্জন করেছো! তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা এবং দয়ালু ব্যক্তিটি হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তোমাদের ঈর্ষা ও ক্রোধের পরিচয় ব্যতিরেকে অন্যকোন পরিচয় জানতে পারিনি। অন্যকিছু নয়, শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্যই তোমাদের এই ঈর্ষা এবং আল্লাহর অবমাননাতেই তোমাদের এই ক্রোধ। তোমরা সত্যবাদী এবং সত্যপ্রিয়ই তোমরা বিচার করো।

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসো। এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সুন্যাহ অনুসরণে তোমরা সর্বোচ্চ সতর্ক। তোমরা কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর, নিজেদের (মুমিন) প্রতি কোমল। আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা সমালোচকদের নিন্দাকে ভয় কর না।

কাজেই আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। নিশ্চিতই আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দিবেন। সুতরাং দুটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা দাও, আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আমরা তোমাদের চিরবিজয় এবং জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দিব। প্রথমত, কারো প্রতি জুলুম করো না কিংবা জুলুমের ব্যাপারে নীরব থেকে এবং (যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট) বিষয়টি উত্থাপন না করে ক্ষান্ত হইও না। দ্বিতীয়ত, দাস্তিক বা উদ্ধত হইও না। এগুলো হলো তোমাদের থেকে এবং তোমাদের জন্য আমাদের ভয়ের বিষয়। সুতরাং যদি তোমরা বিজয় অর্জন করো, তাহলে তা পরিপূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই আরোপ কর। বিনয় ও নম্রতার সাথে এগিয়ে যাও আল্লাহর প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে। যদি তোমরা ব্যর্থ হও তাহলে মনে করো যে তা নিজেদের জন্যেই এবং তোমাদের নিজ নিজ পাপের প্রতিই তা আরোপ করো। এবং দুশমনের উপর পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অনুশোচনার সাথে তওবা করে।

এবং আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমাদের নির্দোষ ঘোষণা করছি সেই সব অবিচারের ব্যাপারে যা আমাদের অগোচরে তোমাদের যে কারো দ্বারা ঘটতে পারে এবং যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এবং আমরা তোমাদের সেইসমস্ত অবিচার থেকেও আল্লাহর সামনে আমাদের নির্দোষ দাবী করছি যা তোমাদের কেউ হয়তো গোপন করে কিংবা পক্ষপাতিত্ব করে।

অনন্তর জেনে রেখো যে, এক পর্যায়ে থেকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে যারা তোমাদের স্তরে প্রবেশ করেছে, যারা তোমাদের থেকে নয় বরঞ্চ শুধুমাত্র দাবীদার, তাদের পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও নির্বাচন করা প্রয়োজন। এবং এভাবে কিছু বিশৃঙ্খলাও ঘটেছে। সুতরাং একটি

পরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তোমাদের কলুষমুক্ত করার জন্য এবং দলের পরিশুদ্ধির জন্য।  
আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা এবং কল্যাণ প্রার্থনা করি।

এছাড়াও আমাদের কারও কারও অন্তরে দম্ভ ও অহংকার প্রবেশ করেছে যার কারণে আমাদের কেউ কেউ সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং পাপ নির্মূল করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে পারো। আল্লাহ মুজাহিদগণকে ভালোবাসেন এবং তাই তাঁর নিকট কাউকে কাউকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা দ্বীনের ব্যাপারে অপদস্থ বা দুর্দশাগ্রস্ত।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত সমরাভিযানের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হ্যাঁ, আল্লাহর ইচ্ছায়, এটাই হবে চূড়ান্ত। পরবর্তীতে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তাদের ওপর অভিযান পরিচালনা করব এবং তারা আমাদের ওপর অভিযান চালাতে পারবে না। প্রস্তুত হও, যেহেতু আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তোমরাই এর জন্য যথাযোগ্য। ক্রুসেডাররা এক নতুন প্রচারণাসহ ফিরে এসেছে। তারা এসেছে তাই ময়লা পরিষ্কার হচ্ছে, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে এবং মুখোশ খসে পড়ছে এবং এর মাধ্যমে মিথ্যাচার দিয়ে করা ভাঁওতাবাজি প্রকাশিত হচ্ছে এবং সত্য স্পষ্টতই দৃশ্যমান হচ্ছে। “যে কেউ ধ্বংস হবে (কুফরির মাধ্যমে) সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত (বিশ্বাসের মাধ্যমে) থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে”।[আন-ফাল: ৪২]

ও আমেরিকা, ও আমেরিকার বন্ধুরা, ও ক্রুসেডাররা, জেনে রেখো যে এ বিষয়টি তোমরা যেমনটি কল্পনা করছো তার থেকেও অধিক বিপদজনক এবং তোমাদের করা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চেয়েও ব্যাপক। আমরা তোমাদেরকে সতর্ক করেছি যে আজ আমরা একটি নতুন যুগে অবস্থান করছি, এমন একটি সময়ে, যেখানে এই রাষ্ট্র, এর সৈন্য এবং এর সন্তানেরা গোলাম নয় বরং নেতা। তারা সেইসব লোক যারা তাদের জীবদ্দশায় পরাজয়ের সাথে পরিচিত না। লড়াই শুরু করার আগেই তাদের এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে। নূহ (আলায়হিস সালাম) এর সময় থেকেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ইয়াক্বীন ছাড়া তারা কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। নিহত হওয়াও তাদের কাছে একটি বিজয়। এখানেই রহস্য লুকায়িত। তোমরা এমন একদল মানুষের সাথে লড়াই করছো যারা কখনোই পরাজিত হতে পারে না। যারা হয় বিজয় অর্জন করে নতুবা নিহত হয়। আর হে ক্রুসেডাররা, তোমরা উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তোমরা বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ আর তাহলো আমাদের কেউই নিহত হয় না বরং মৃতদের পুনরোজ্জীবিত করে। আমাদের কেউ মারা যায় না বরং তারা তাদের পিছনে এমন সব কাহিনী রেখে যায় যার স্বরণ মুসলমানদেরকে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। এবং তারপর তোমরা দেখ যে আমাদের

মধ্যের দুর্বল ব্যক্তি - যার যুদ্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং বাস্তবে সে কোন অবদান রাখতে পারবে বলে মনে করেনা, যার নিহত হওয়া ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই যাতে সে তার রক্ত দিয়ে আলোকিত করতে পারে সেই পথ এবং এভাবে তার কাহিনী দ্বারা অন্তরসমূহকে উজ্জীবিত করে , প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সে তার দেহকে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে তৈরি করে এবং অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে তাদের জন্য যারা তার মৃত্যুর পর জেগে ওঠে সেই সেতু পাড়ি দেয়ার জন্য। এই ব্যক্তি অনুধাবন করেছে যে তার জাতির জীবন ও সম্মান রক্ত দিয়েই অর্জিত হবে। তাই সে জীবন এবং সম্মানের খোঁজে উন্মুক্ত বক্ষে এবং উন্মুক্ত শিরে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। যদি সে বেঁচে থাকে, তবে সে বিজয়ীর বেশে মুক্তি, শক্তি, সম্মান এবং কর্তৃত্বের সাথে বেঁচে থাকে। আর যদি সে নিহত হয়, তাহলে সে তার উত্তরসূরীদের যাত্রাপথকে আলোকিত করে যায় এবং তার রবের কাছে উৎফুল্ল শহীদ এর বেশে পৌঁছে যায়। সে তার পরবর্তীদের শিখিয়ে দিয়ে যায় যে জিহাদ এর মধ্যেই শক্তি, মর্যাদা এবং জীবন নিহিত আর আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারের মধ্যে শুধু অপমান, লাঞ্ছনা আর মৃত্যুই বিদ্যমান।

ও ক্রুসেডাররা, তোমরা দাওলাতুল ইসলামের হুমকি বুঝতে পেরেছ, কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যাপারে তোমরা সচেতন নও এবং খুজেও পাবে না, কারন এর কোন প্রতিকার নেই। যদি তোমরা এর সাথে লড়াই কর, তবে এটি আরও শক্তিশালী ও কঠিন হয়ে উঠে। যদি একে তার মত ছেড়ে দাও, তবে এটি বেড়ে উঠে এবং সম্প্রসারিত হয়। যদি ওবামা তোমাদের দাওলাতুল ইসলামকে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তবে জেনে রাখ, তার আগে বুশও মিথ্যা বলেছিল। নিশ্চিতই আমাদের পরাক্রমশালী ও সুমহান প্রভু আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এখানে আমরা এখন বিজয়ী। তিনি প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এবং তিনি গৌরবান্বিত এবং তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হন না।

তাই আমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করছি যে এই অভিযানই হবে তোমাদের চূড়ান্ত অভিযান। এটাকে চূর্ণ করে দেয়া হবে এবং পরাজিত করা হবে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বের সকল অভিযান নস্যাৎ এবং পরাস্ত করে দেয়া হয়েছে, পার্থক্য হচ্ছে এবার আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করব এবং আর কখনও তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারবে না। আমরা রোম বিজয় করব, তোমাদের ক্রস ভাঙব, তোমাদের নারীদের দাসী বানাবো, সবই আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে। এটা আমাদের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার; তিনি সুমহান এবং তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। যদি আমরা সেই সময়ে পৌঁছতে না পারি , তবে আমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানরা করবে, আর তারা তোমাদের সন্তানদের দাসবাজারে বিক্রয় করবে।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাযি আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে থেকে উনি যা বলছিলেন তা লিখে রাখছিলাম। যখন উনাকে জিজ্ঞেস করা হল ‘দুই শহরের কোনটি আগে দখল করা হবে? কনস্ট্যান্টিনোপল নাকি রোম?’ তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন যে, হিরাক্লিয়াসের শহর আগে দখল করা হবে, অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিনোপল”। হাদিসটি আল-হাকিম কর্তৃক “আল-মুসতাদরাক” এ বর্ণিত হয়েছে দুইজন শায়খ এর সূত্রে (বুখারি এবং মুসলিম), এবং ইমাম আয-যাহাবী এটিকে সহীস বলেছেন।

তাই, তোমাদের সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটান, হে ক্রুসেডার, তোমাদের সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটান, বজ্রের মত হুকার দাও, যাকে ইচ্ছে হুকি দাও, ছক সাজান, তোমাদের সৈনিকদের অস্ত্রসজ্জিত কর, নিজেদের প্রস্তুত কর, আঘাত কর, হত্যা কর এবং আমাদের ধ্বংস কর। এটা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না। তোমরা পরাজিত হবে। এটা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না, কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু, যিনি চিরবিরাজমান, আমাদের বিজয়ের এবং তোমাদের পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই তোমাদের এজেন্ট ও পোষা কুকুরদের কাছে অস্ত্র এবং সরঞ্জাম পাঠান। তাদেরকে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত কর। তাদেরকে অনেক কিছু পাঠান, কারণ শেষ পর্যন্ত তা আমাদের হস্তগত হবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে। তোমরা ব্যয় করবে, অতঃপর তা তোমাদের পরিতাপের কারণ হবে, তারপর তোমরা পরাজিত হবে। তোমাদের অস্ত্রসজ্জিত যান, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র এবং সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকাও। এগুলো আমাদের হাতে, আল্লাহই আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা এগুলো দিয়েই তোমাদের সাথে লড়াই করি। তাই নিজের ক্রোধের অনলে মর। “নিঃসন্দেহে যারা কাফির তারা তাদের ধন সম্পত্তি খরচ করে আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরীর জন্য। কাজেই তারা এটা খরচ করবে, তারপর এটি হবে তাদের মনস্তাপের কারণ, তারপর তাদের পরাভূত করা হবে। যারা কাফির, জাহান্নামে তাদের একত্রিত করা হবে”। [আল-আনফাল-৩৬]

এবং ও ওবামা, ওহে ইয়াহুদিদের খচ্চর, তুমি জঘন্য। তুমি জঘন্য। তুমি জঘন্য। এবং তুমি হতাশ হবে, ওবামা। তোমার এই অভিযানে তোমার সামর্থ্য কি এতটুকুই ছিল? আমেরিকা কি তাদের অক্ষমতা এবং দুর্বলতার এই পর্যায়ে পৌঁছেছে? আমেরিকা এবং ক্রুসেডার ও নাস্তিকদের মাঝে তার দোসররা কি এতটাই অসমর্থ্য যে ময়দানে নেমে আসতে পারেনা? তোমরা কি বুঝতে পারছো না, হে ক্রুসেডাররা, যে প্রক্সি-যুদ্ধ তোমাদের কোন কাজে লাগে নাই এবং কোনদিন কোন কাজে লাগবে না? তুমি কি বুঝতে পারছো না, হে ইয়াহুদিদের খচ্চর, যে যুদ্ধের ফয়সালা আকাশপথে মোটেও করা যায় না? নাকি তুমি নিজেকে বুশের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ভেবেছ,



তোমরা যে গাধাকে আনুগত্য করো, যে কিনা ক্রুশের সৈনিকদের ময়দানে নিয়ে এসেছিল এবং মুজাহিদদের আঙনের সামনে ফেলে দিয়েছিল। না, বরং তুমি তার চেয়েও বড় বোকা।

তুমি দাবি করেছিলে তোমরা ইরাক ছেড়ে চলে গিয়েছ, হে ওবামা, ৪ বছর আগেই। আমরা তখন বলেছিলাম যে তুমি মিথ্যুক, তুমি আসলে প্রত্যাহার করনি এবং প্রত্যাহার করলেও তোমরা ফিরে আসবে, কিছুকাল পরে হলেও তোমরা ফিরে আসবে। এখানেই রয়েছে তুমি; তুমি প্রত্যাহার করনি। বরঞ্চ তোমার কতিপয় বাহিনী তোমারই কিছু প্রতিনিধির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল এবং বাকীদের ফিরিয়ে নিয়েছিল। তোমার সৈন্যদল পূর্বে যা ছিল তার চাইতে ব্যাপক সংখ্যায় ফিরে আসবে। তুমি ফিরে আসবে এবং তোমার প্রতিনিধিরা তোমার থেকে কোন সুবিধাই পাবে না। আর যদি তুমি ফিরে আসতে না পার, তাহলে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আমরাই যাব তোমার ভূমিতে।

ওহে ইহুদীদের খচ্চর, তুমি আজ দাবী করছো যে আমেরিকাকে আর কোন ভূমিতে যুদ্ধে টেনে আনা হবে না। না, একে টেনে হিঁচড়ে আনা হবে। এটি মাটিতে নেমে আসবে এবং একে নিয়ে যাওয়া হবে মৃত্যু, কবর আর ধ্বংসের দিকে। ও ওবামা, তুমি দাবি করেছিলে যে আমেরিকার হাত অনেক লম্বা এবং যেখানে খুশি তা পৌঁছতে সক্ষম। তাহলে জেনে রাখো যে, আমাদের ছুরিও ধারালো এবং কঠিন। এটা হস্তদ্বয় কর্তন করে এবং গর্দানে আঘাত হানে। আর আমাদের মহান ও মহিমান্বিত প্রভু- তোমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। “তুমি কি দেখনি তোমার প্রভু কেমন ব্যবহার করেছেন আদ ও ইরাম জাতির সাথে যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী, তাদের মত কাউকেই ইতিপূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি? আর সামুদ্র জাতির সাথে, পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে অট্টালিকা বানাত? আর বহু কীলকের অধিকারী ফেরাউনের সাথে যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল, অতঃপর সেখানে বিস্তর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কষাঘাত করলেন। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন”। [আল ফাজর: ৬-১৪]। “যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিদর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিদর? বাহ্যত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আশ্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আর ও লাঞ্ছনাকর, আর তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না”। [ফুসসিলাত: ১৫-১৬]

ওহে আমেরিকাবাসী এবং ওহে ইউরোপবাসী, দাওলাতুল ইসলাম তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ শুরু করেনি যেমনটি সরকার এবং মিডিয়া তোমাদের বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে। তোমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন শুরু করেছিলে এবং যে কারনেই তোমরা নিন্দার যোগ্য আর এর চরম মূল্য

তোমরা দিবে। তোমরা তখন এর মূল্য দিবে যখন তোমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে। তখনমূল্য পরিশোধ হবে যখন তোমাদের ছেলেদের আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে আর তারা ফিরে যাবে অক্ষম অঙ্গহীন হয়ে অথবা কফিনের ভেতর কিংবা মানসিকবিকারগ্রস্ত হয়ে। তোমরা এর মূল্য পরিশোধ করবে যেহেতু তোমরা অন্যকোন ভূখণ্ডে ভ্রমণ করতে ভীত। বরঞ্চ তোমরা মূল্য পরিশোধ করবে নিজেদের রাস্তায় হাঁটতে যেয়ে, ডানে- বামে ঘুরতে যেয়ে মুসলিমদের ভয়ে। এমনকি তোমরা নিজেদের শয়নক্ষেত্রও নিরাপদ বোধ করবে না। তোমরা এর মূল্য পরিশোধ করবে যখন তোমাদের এই ক্রুসেড ব্যর্থ হবে এবং অতঃপর আমরা তোমাদের ভূমিতে আক্রমণ করব এবং এরপর তোমরা আর কারও অনিষ্ট করতে সক্ষম হবে না। তোমরা এর মূল্য পরিশোধ করবে এবং তোমাদের জন্য আমরা প্রস্তুত করেছি স্টো যা তোমাদের যন্ত্রণা দিবে।

হে মুসলিমগণ, আমেরিকা যখন এই ক্রুসেড প্রথম শুরু করল তখন তারা দাবী করেছিল যে, তারা ইরবিল এবং বাগদাদে তাদের স্বার্থ এবং নাগরিকদের রক্ষা করছে। অতঃপর তার অস্ফুট বাসনা পরীক্ষার হয়ে গেল এবং এর দাবীর অসত্যতা সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এটি দাবী করেছিল যে, বিমান-হামলার মাধ্যমে যারা বহিষ্কৃত আর গৃহহীন হয়েছে তাদের রক্ষা করবে এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতিরক্ষা করবে। তারপর আমেরিকার কাছে এটা পরীক্ষার হয়ে গেল যে, যতটি তারা আশা করেছিল, ব্যাপারটি তার চাইতেও বিপজ্জনক এবং ব্যাপক। তাই তারা শামের মুসলমানের জন্য মায়াকান্না শুরু করল। তারা প্রতিশ্রুতি দিল তাদের রক্ষা করার এবং সহযোগিতা করার। এটা শপথ করলো সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার। আবার একই সময়ে আমেরিকা এবং তার মিত্র দেশসমূহ নুসাইরিয়াদের দ্বারা মুসলিমদের উপর সংঘটিত দুর্দশার ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। হত্যা, ধর্ষণ, উচ্ছেদ, ধ্বংসযজ্ঞ দেখেও তারা তা আনন্দের সাথে অবলোকন করল আর শতসহস্র মৃত, আহত এবং বন্দী মুসলিমদের এবং সমগ্র বিশ্ব তথা ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, বার্মা, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, চায়না, ককেশাস এবং অন্যান্য এলাকা জুড়ে ইহুদী, ক্রুসেডার, রাফিদা, নুসাইরিয়া, হিন্দু, নাস্তিক এবং মুরতাদদের দ্বারা স্থানচ্যুত লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী, পুরুষ এবং শিশুর প্রতি কোন আগ্রহ বা দায়িত্বও অনুভব করলো না। শামে বহু বছরব্যাপী ধরে চলে আসা অবরোধ এবং দুর্ভিক্ষ তাদের আবেগকে নাড়া দিতে পারেনি এবং যখন ধ্বংসাত্মক ব্যারেল বোমাগুলো দিয়ে হামলা করা হচ্ছিল তখন তারা অন্যত্র দৃষ্টিপাত করেছিল। নুসাইরিদের রাসায়নিক অস্ত্রের প্রভাবে মুসলিমদের নারী এবং শিশুরা তাদের ধূসর দৃষ্টি নিয়ে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল, সেইসব ভয়ংকর দৃশ্য দেখে এরা রাগে উন্মত্ত হয়ে যায়নি, যে সকল দৃশ্যগুলো প্রতিনিয়ত পুনরাবৃত্তি ঘটছে যার মাধ্যমে ইয়াহুদিদের অভিভাবক নুসাইরি (আলাউইতি) কুকুরদের কাছে থাকা রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের কৌতুকাভিনয়ের আড়ালে প্রকৃত বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। এইসবের কোন কিছু দেখেই আমেরিকা ও তার দোসরেরা আবেগে

উদ্বেল কিংবা রাগে উন্মত্ত হয়ে যায়নি। অসহায় ও দুঃস্থ ঐসব জনগোষ্ঠীর কান্নার ব্যাপারে তারা কানে তালা লাগিয়েছিল এবং ঐসকল প্রতিটি ভূখণ্ডে বছরের পর বছর মুসলিমদের উপর চলা নৃশংস গণহত্যা তারা অন্ধের মত দেখেছে।

কিন্তু যখনই মুসলিমদের রক্ষার্থে, তাদের প্রতিটি সম্মুখিত অন্যায়ে প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে এবং শান্তি বিধানের লক্ষ্যে দাওলাতুল ইসলামের উদ্ভব হল ঠিক তখনি আমেরিকা ও ক্রুসেডাররা মায়া কান্না জুড়ে বসল কয়েকশ রাফিদা ও নুসাইরি অপরাধী সেনাদের জন্য যাদের কে দাওলাতুল ইসলাম যুদ্ধবন্দী করে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। আমেরিকা ও তার দোসররা দাওলাতুল ইসলামের দ্বারা অন্তরে আঘাত পেল যখন দাওলাহ তাদের কিছু জঘন্য দালাল, গুণ্ডচর ও মুরতাদদের শিরশ্ছেদ করল। এরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তাদের দোসররাও যখন দাওলাতুল ইসলাম ব্যভিচারীদের চাবুক মারল ও প্রস্তরাঘাত করল, চোরদের হস্তকর্তণ করল, জাদুকর ও মুরতাদদের গর্দানে আঘাত করল।

তাই আমেরিকা ও তার দোসররা সারা বিশ্বকে দাওলাতুল ইসলামের সম্মান ও বর্বরতা থেকে রক্ষার জন্য, তারা যেমনটি অভিযোগ করে, জেগে উঠল। তারা গোটা দুনিয়ার সকল গণমাধ্যমকে জড়ো করল, মিথ্যা যুক্তি প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করতে এবং বিশ্বাস করাতে যে, দাওলাতুল ইসলামই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল ও দুর্নীতির উৎস এবং এরাই তারা যারা মানুষকে স্থানচ্যুত এবং হত্যা করেছে আর গ্রেফতার এবং খুন করেছে তাদের যারা শান্তিকামী, ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ করেছে ও নগরের পর নগর ধ্বংস করেছে এবং আগে থেকে নিরাপদে থাকা মহিলা ও শিশুদের আতঙ্কিত করেছে। মিডিয়া ক্রুসেডারদের উপস্থাপন করেছে ভদ্র, দয়ালু, সম্মানিত, উদার, সম্মানিত ও আর্ত-প্রেমী রূপে যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য ভয় করেছে দাওলাতুল ইসলামের খাওয়ারিজদের (বিপথগামী, চরমপন্থি ফেরকা) বিপর্যয় ও নিষ্ঠুরতার যেমনটি তারা অভিযোগ করে। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌছল যে খৎনাহীন বুড়ো ভাম জন কেরী হঠাৎ করেই ইসলামী আইনজ্ঞ হয়ে উঠল আর মানুষদের সামনে এই রায় প্রদান করলো যে দাওলাতুল ইসলাম ইসলামকে বিকৃত করেছে, এমন যে তারা যা করেছে তা ইসলামের শিক্ষার বিপরীত এবং এই দাওলাতুল ইসলাম আসলে ইসলামের শত্রু। এবং এতটাই যে ইয়াহুদীদের খচ্চর ওবামা হঠাৎ শায়খ, মুফতি (ইসলামী আলেম যারা ফতোয়া দিতে সক্ষম) এবং ইসলামের প্রচারক হয়ে গেল, জনগণকে সতর্ক করে এবং ইসলামের পক্ষে প্রচার করতে লাগল আর দাবী করতে লাগল যে দাওলাতুল ইসলামের ইসলাম নিয়ে করার কিছু নাই। এটা ঘটল তার ছয়টি ভিন্ন বক্তব্যে যা এক মাস সময়ের মধ্যে প্রদান কর এবং এর পুরোটা জুড়েই থাকল দাওলাতুল ইসলামের হুমকির কথা।

তারা ইসলামের কাজী, মুফতি, শায়খ, দাঈতে পরিণত হল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার্থে দাঁড়িয়ে গেল এবং এমনটি প্রকাশ পাচ্ছিল যে, শাসকদের পক্ষে বয়োজৈষ্ঠ্য আলেম এবং তাগুতের (মানবরচিত আইনের শাসক) সমর্থকদের বিভিন্ন কমিটিতে থাকা তাদের যাদুকরদের সামর্থ্য এবং আন্তরিকতার উপর তাদের আর কোন ভরসা নেই।

প্রিয় মুসলমানেরা, আমেরিকা তার ক্রুসেডের উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিমদের রক্ষা করতে আসেনি কিংবা এমনটিও নয় যে, সে তার নিজ দেশের অর্থনীতির ধস স্বত্তেও সম্পদ খরচ করছে আর শাম ও ইরাকে সাহওয়া কাউন্সিলকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ও সশস্ত্র করার বোঝা কাঁধে নিচ্ছে সহমর্মিতা থেকে এবং মুজাহিদ্দীনদের জন্য খাওয়ারিজদের নৃশংসতার ভয়ে আর তাদের প্রতি সমর্থনের ব্যাপারে যেমনটি তারা অভিযোগ করে।

“আমার সম্প্রদায় যদি জানতো!” [ইয়াসীনঃ ২৬]

ক্রুসেডাররা কি আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ্দের সাহায্যে ছুটে আসে এবং খাওয়ারিজদের কবল থেকে তাদের উদ্ধারে আর রক্ষায় ছুটে আসে? “বেঁচে থাক সেই পর্যন্ত এবং আরো অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পাবে”। দুর্ভাগ্য আমার জাতির! কখন তারা স্মরণ করবে?

সুমহান আল্লাহ বলেন, “আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপুত নয় যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক”। [আল বাক্বারাঃ ১০৫]

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদি এবং খ্রীষ্টান) সম্পর্কে বলেন, “এবং তারা সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়”। [আল বাক্বারাঃ ২১৭]

সুতরাং ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা এখানে আসেনি। মুজাহিদ্দীনদের শক্তিকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন কারণে এটি তার মিত্রদের জড়ো করেনি এবং সম্পদ ব্যয় করছে না। অতএব, আপনাদের একহাতে রয়েছে আল্লাহর আয়াত আর অন্য হাতে ক্রুসেডারদের দাবী। আপনারা কাকে বিশ্বাস করতে যাচ্ছেন, হে মুসলমান?

অতঃপর আপনারা কি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিবেন না?

যখন রাফেদী-সাফাভি বাহিনী আর তাদের কুকুরগুলো মুজাহিদ্দের শানিত আক্রমণে মুখ খুবড়ে পড়ছিল, আর ইঁদুরের মত পালাচ্ছিল এবং তৌহিদি জনতার পায়ের তলায় কীটপতঙ্গের মত

পিষে যাচ্ছিল তা ব্যতীত ক্রুসেডারদের অন্তর কোন কিছুতে অভিযোগ করেনি , না তাদের আবেগে নাড়া দিয়েছিল অথবা অশ্রু ঝরেছিল।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা পাগল হয়ে গেল এবং এর দোসরদের বুদ্ধি লোপ পেল যখন মুজাহিদ্দীনদের অগ্রসর অভিযানের মুখে ইহুদিদের প্রহরী কুকুর, নুসাইরি বাহিনী, আতঙ্কে গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করল আর ভয়ে পালাতে লাগল। আমেরিকা আর তার বন্ধুদের হৃদয় ভেঙ্গে গেল যখন তারা দেখল যে নুসাইরিরা তাদের সমস্ত কালো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে পরাজিত হবার পর দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা নুসাইরিদের একদলকে পশুর পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভেড়ার মত জবাই করল যাতে করে দাওলাতুল ইসলাম দামেশকের দিকে তাদের অভিযান শুরু করতে পারে।

ঠিক এইসময়ই এসে ক্রুসেডাররা বুঝতে পারলো হুমকি কতটা মারাত্মক। ঠিক এইসময়ই এসে তাদের আবেগ ও অনুভূতিতে নাড়া লাগল। ঠিক এরপর তাদের অন্তর কথা বলে উঠল এবং তাদের অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এতক্ষণে তারা ব্যথা এবং যন্ত্রনা অনুভব করলো। এতক্ষণে আমেরিকা এবং তার দোসররা বিপদসঙ্কেতে জেগে উঠল এবং আতঙ্কে একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগল। ইয়াহুদী! ইয়াহুদী! ইয়াহুদীদের বাঁচাও।

এই কারণেই তারা এসেছে। এই হচ্ছে তাদের সৈন্য সমাগমের উদ্দেশ্য।

আর ইচ্ছা হয়, যদি আমার জাতি জানতে পারতো! ইচ্ছা হয়, যদি আমার জাতি জানতে পারতো! প্রকৃতপক্ষে, তাদের বিরোধিতা এবং প্রতিরোধের বাস্তবতা পরীক্ষার হয়ে গেছে এবং নুসাইরি আর রাফেদীরা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সমর্থ হচ্ছিল না। নুসাইরিরা প্রকাশ্যেই আমেরিকার সাহায্য চাওয়া শুরু করল এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণকে স্বাগত জানাচ্ছিল তাদের তথাকথিত সার্বভৌমত্ব, কাল্পনিক শক্তি ও সামর্থ্য আর আমেরিকার সাথে তাদের শত্রুতা যা কিনা বাস্তবে একটি মিথ্যা, সেসব বেমালুম ভুলে গিয়ে।

একইভাবে ইরান আবির্ভূত হল যেহেতু সে মিত্রতা স্থাপন করল তারই কথিত মহাশয়তানের সঙ্গে, সম্প্রতি যখন খৎনাহীন বুড়ো ভাম, জন কেরী, ঘোষণা করল যে দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধে ইরানের ভূমিকা থাকা উচিত। তাই এটা পরীক্ষার যে তাদের এই বিরোধিতা ছিল ইহুদী ও ক্রুসেডারদের রক্ষা করার জন্য এবং এই প্রতিরোধ ছিল ইসলাম এবং মুজাহিদ্দের বিরুদ্ধে।

ওহে ইরাকের সুন্নীগণ, তোমাদের জন্য সময় এসেছে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার এবং এটা জেনে নেয়া যে রাফেদীদের ক্ষেত্রে তাদের গলায় ছুরি চালানো এবং গর্দানে আঘাত করা ছাড়া আর কোন ঔষধই কাজ করবে না। তারা তাদেরকে অসহায় হিসেবে দেখায় যাতে করে তারা ক্ষমতা গ্রহন করতে পারে, তারা সুন্নীদের প্রতি তাদের ঘৃণা, শত্রুতা ও ক্রোধকে গোপন করে রাখে, তারা তোমাদের বিপক্ষে ছক কষে এবং ষড়যন্ত্র করে, তোমাদের সাথে চালাকি করে এবং ধোঁকা দেয়। যতক্ষণ সুন্নীরা শক্তিশালী থাকে ততক্ষণ তারা তাদের প্রতি মিথ্যা ভালোবাসা প্রদর্শন করে এবং তাদের তোষামোদ করে। আর যখন তারা সমসাময়িক পর্যায়ে থাকে তখন তারা তাদের সাথে গতি বজায় রেখে চলে, প্রতিযোগিতা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাদের দুর্বল করার জন্য। কিন্তু যদি কোনদিন তারা তাদের(সুন্নী) অতিক্রম করে ফেলে, তখন তারা বিষদাঁত উন্মোচিত করে দেয় এবং তাদের নখরযুক্ত থাবা প্রকাশ করে, কামড়ে, ছিড়ে আলাদা করে, হত্যা করে এবং অপমান করে। ইতিহাস তোমাদের ঠিক সামনেই রয়েছে, ও সুন্নীগণ, কাজেই তা পড়। কত সংখ্যকবার রাফেদীরা সুন্নীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং যখন তারা ক্ষমতা পায় তখন তারা কি করে?

তাদের ইতিহাস পড়ুন এবং তাকিয়ে দেখুন বর্তমানে তারা কিভাবে রয়েছে। আসলে, তাদের গর্দভ নুরী তাদের সত্যিকারের চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে, তাই তাদের নতুন সাপকে তার কোমল পরশ ও মিষ্টি কথা দিয়ে আপনাদের ধোঁকা দিতে দিবেন না। আপনাদের হুল ফুটিয়েই চলেছে ইতিপূর্বে নুরীর সাথে করা সমঝোতার ছিদ্র দিয়ে, তাই সচেতন হোন।

শামের প্রিয় জনগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাস্তবতা দিনে দিনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ইরাকের আমাদের জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা নিন, কেননা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, ক্রুসেডাররা ইরাকি-সাফাভি সেনাবাহিনী গঠন শুরু করে জর্দানে এর মূল অংশকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে যেমনটি তারা আজ শামের ব্যাপারে কি করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং তাদের নিজেদের উপর রাফেদীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সুন্নীরা কি পেল? তারা এক দশকের অধিক লাঞ্ছনা, অপমান আর দুর্ভাগ্যের স্বাদ গ্রহন করেছে। তদুপরি, সুন্নীদের ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি কুফরী করা, নিজেদের ঘরবাড়ির ধ্বংসসাধন আর তাদের মস্তক ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কি পেয়েছে? আর তাদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তারা ক্রমাগত আতঙ্ক ও সদাবিরাজমান এক ভয়ের মধ্যে বসবাস করছিল এটা না জেনে যে কখন বুলেট এসে তাকে উঠিয়ে নেবে, কিংবা তার শরীরের জোড়াগুলো আই.ই.ডি দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, অথবা বিস্ফোরক বা বোমার আঘাতে বিকৃত হয়ে যাবে তার দেহ বা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে চলে পড়বে, কিংবা কোন ছুরি দিয়ে তার গর্দান কাটা হবে অথবা

বাড়ি ফিরে দেখবে সব টুকরো টুকরো অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, যা একসময় ছিল অখন্ড। আর কি জন্য এপর্যন্ত এইসব কিছু হয়েছে? সুতরাং শিক্ষা নিন, ও জ্ঞানী মানুষজন।

“আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। এমন কোন স্থান কি ছিল পলায়ন করার? বাস্তবিক, এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে”। [সূরা ক্বাফঃ ৩৬-৩৭]

কাজেই, সাবধান হও, ও সুন্নীগণ। আল সালুল (সৌদিরা) আজ যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ইহুদীদের জন্য নিযুক্ত নতুন প্রহরী কুকুরদল ছাড়া আর কিছু নয়, যার ছড়ি রয়েছে ক্রুসেডারদের হাতে ইসলাম ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। সেজন্যই শামের মুজাহিদদের প্রতি আমাদের উপদেশ হচ্ছে যে, কেউ সেই আর্মিতে যোগ দিবে বা যোগ দেয়ার ইচ্ছা পোষন করবে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা। এবং যে তার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সে দায়মুক্ত।

আর সাহওয়া কাউন্সিল এবং তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের ব্যাপার হচ্ছে, তারা আজকের পর তাদের আসল চেহারা আর ঢাকতে সমর্থ হবে না। তাদের আসল রূপ হচ্ছে তারা সাহওয়া কাউন্সিল এবং ক্রুসেডারদের জুতো, তা খুব পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসবে।

তাই, মুজাহিদদের সাথে যোগ দিন, ও শামের সুন্নীগণ এবং আপনাদের সন্তানদের সাহওয়া কাউন্সিলের আর্মিতে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখুন, কারণ কি এমন উত্তম ব্যাপার রয়েছে ক্রুসেডারদের তৈরী করা আর্মিতে যা তারা তাগুতের কোলে রেখে প্রশিক্ষণ দেয়। কাজেই আপনাদের সন্তানদের আটকান এবং তাদের মধ্যে যেই আপনাদের কথা শুনবে না, তার জন্য তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষ দিবেন না যদি এমন কোন দিন আসে যে সে স্বহস্তে তার কবর খুঁড়ে, তার শিরশ্ছেদ করা হয় আর তার ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর সেই রহমতপ্রাপ্ত যে অন্যকে দেখে হলেও শিখে।

আল্লাহর নিকটেই রয়েছে মর্যাদা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও বিশ্বাসীদের প্রতি। এবং চূড়ান্ত ফলাফল বিশ্বাসীদের পক্ষেই থাকবে।

শেষ করার আগে আমরা যেন সুউচ্চ সিনাই উপদ্বীপের মুজাহিদ ভাইদের কৃতিত্ব দিতে ভুলে না যাই, এজন্য যে মিশরে আশার আলো দেখা গেছে এবং ইহুদীদের প্রহরী, মিশরের নতুন ফেরাউন সিসির সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের সফল অভিযানের সুসংবাদ আসতে শুরু করেছে। এই পথে

এগিয়ে যান, কারণ এটাই সঠিক পথ, আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। তাদের সাথে থাকা সবাইকে বিপর্যস্ত করে দিন যেখানেই পান না কেন। তাদের রাস্তায় বিস্ফোরক পুঁতে রাখুন। তাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ করুন। তাদের বাড়িঘরে আক্রমণ করুন। তাদের মস্তক ছিন্ন করুন। তাদের নিরাপত্তার অনুভূতিকে বিনষ্ট করুন। তাদের জন্য ওঁত পেতে থাকুন যেখানেই তারা থাকুক না কেন। তাদের দুনিয়ার জীবনকে ভয়ের এবং দোষখে পরিণত করুন। তাদের পরিবারবর্গকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলুন এবং তারপর তাদের বাড়িঘর বিস্ফোরকে উড়িয়ে দিন। এটাকে ফিতনা (পরীক্ষা) বলবেন না। বরঞ্চ ফিতনা তো হল সেটা যে তাদের গোত্রও তাদেরকে রক্ষা করেছে এবং তাদের অস্বীকৃতি জানাচ্ছে না। আল্লাহ বলেন, “হে নূহ, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো হল এক অসৎকর্মপরায়ণ এক ব্যক্তি” [হুদঃ ৪৬]। “তোমরা যদি এমনটি না কর তাহলে আল্লাহর জমীনে ফেতনা ফাসাদে ও মহাবিপর্ষয় সৃষ্টি হবে”। [আল-আনফালঃ৭৩]

আর লিবিয়ার সেই সকল প্রিয় তৌহিদি ভাইদেরকে বলছি, আপনারা আর কতদিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দ্বিধা বিভক্ত থাকবেন? আপনারা কেন আপনাদের দলসমূহকে একত্রিত করছেন না, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন না, আপনাদের ঐকমত হচ্ছে না এবং আপনাদের বাহিনীকে সুসংহত করছেন না? কেন আপনারা তাদের চিহ্নিত করছেন না যে কারা আপনাদের সাথে রয়েছে আর কারা রয়েছে বিরুদ্ধে? আপনাদের বিভক্তি শয়তানের পক্ষ থেকে হচ্ছে। “আল্লাহ তা’আলা তাদের বেশী পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর”। [আস-সাফফঃ ৪]

আমরা দখল হওয়া তিউনিশিয়ার তৌহিদি জনতাকেও আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনাদের মিশরীয় ভাইদের পথ অনুসরণ করুন। হে তৌহিদি ভাই, আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন যখন তাগুত আপনাদেরকে দাওয়াতের (দ্বীনের পথে আহ্বান) পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে? তারা আপনাদের হিজরত নিষিদ্ধ করেছে এবং আপনাদের জন্য তাদের মিথ্যা আযাদীর কয়েদখানা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তারা প্রতিদিন আপনাদের ভাইদের গ্রেফতার করছে এবং হত্যা করছে। আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? আপনারা কি অপমান আর লাঞ্ছনার জীবনের জন্য অপেক্ষা করছেন? নাকি আপনারা এই পার্থিব জীবনকেই ভালবেসেছেন আর মৃত্যুকে ঘৃণা করছেন? তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠুন যেহেতু তৌহিদি জনতা নিজেরাই একটি আর্মি। কোথায় উকুবা, মূসা আর তারিকের বংশধরেরা?

“যুদ্ধ কর তাদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহকে শান্ত করবেন”। [আত-তাওবাহঃ ১৪]



আর ইয়েমেনের জন্য, অতঃপর কি দূর্ভাগ্য আপতিত হয়েছে ইয়েমেনের উপর। হায়! সানার দূর্ভাগ্য। রাফেদী হুথিরা এতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু গাড়িবোমা তাদের চামড়া ঝলসে দেয়নি, কিংবা বিস্ফোরক বেল্ট বা আই.ই.ডি তাদের জোড়াসমূহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়নি। ইয়েমেনে কি এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাদের জন্য হুথিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? “আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমাদের স্থলে তিনি অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না”। [মুহাম্মাদঃ ৩৮]

হে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার তৌহিদি জনতা... হে মরক্কো এবং আলজেরিয়ার তৌহিদি জনতা... হে খোরাসান, ককেশাস এবং ইরানের তৌহিদি জনতা... হে পৃথিবীর সর্বব্যাপী অবস্থানরত তৌহিদি জনতা ... হে আমার আক্বীদার ভাইয়েরা... হে আল-ওয়াল্লা ওয়াল-বারা’র লোকসকল... হে দাওলাতুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষক... খলিফা ইব্রাহিমের প্রতি বাইয়াহ দেয়া সর্বত্র বিরাজমান হে ব্যক্তিবর্গ... হে আপনারা যারা দাওলাতুল ইসলামকে ভালোবাসেন... হে খিলাফতের সাহায্যকারীগণ... হে যারা নিজেদেরকে এর সৈনিক এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনে করেন...

আপনাদের এই রাষ্ট্র ক্রুসেডারদের এক নতুন হামলার মুখোমুখি। কাজেই হে তৌহিদি ভাই, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি আপনার ভাইয়ের সাহায্যে কি করতে যাচ্ছেন? আপনি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন যখন সমস্ত মানুষেরা দুই শিবিরে পরিণত হয়েছে এবং যুদ্ধের উত্তাপ দিন দিন বাড়ছে? হে একত্ববাদী, দাওলাতুল ইসলামকে রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য আমরা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। ডজন ডজন জাতিসমূহ এর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। তারা সর্বতোভাবে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু করেছে। কাজেই এখনই উঠে দাঁড়ান হে তৌহিদি ভাই। উঠে দাঁড়ান আর যেখানেই থাকুন না কেন আপনার দাওলাহকে রক্ষা করুন আপনার স্থান থেকে। উঠে দাঁড়ান এবং আপনার মুসলিম ভাইদের প্রতিরক্ষা করুন, কেননা তাদের বাড়িঘর, পরিবার এবং সম্পদ হুমকির সম্মুখীন এবং তাদের শত্রুরা তা তাদের জন্য হালাল মনে করছে। তারা এমন এক যুদ্ধের সম্মুখীন যা ইসলামের ইতিহাসে একটি ক্রান্তিময় এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ। যদি মুসলিমগণ এতে পরাজিত হয়, তারা এমনভাবে লাঞ্চিত হবে যে তার সাথে আর কোন লাঞ্চার তুলনা হবে না। আর যদি মুসলিমরা বিজয়ী হয়, এবং তা আল্লাহর অনুমতিতেই ঘটবে, তারা সম্মানিত হবে সমস্ত মর্যাদা সহ যা দিয়ে মুসলিম গণ পৃথিবীর শাসকের আসন ফিরে পাবে এবং দুনিয়ার রাজা হয়ে যাবে।

কাজেই হে মুওয়াহহিদ ভাই, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এই যুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিবেন না। আপনাকে অবশ্যই তাগুতের সৈনিক, পৃষ্ঠপোষক এবং বাহিনীকে আঘাত করতে হবে। তাদের পুলিশ, নিরাপত্তাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সদস্য আর তাদের ধূর্ত এজেন্টদের আঘাত করুন।

তাদের শয়নস্থান ধ্বংস করে দিন। তাদের জীবনযাপন তিক্ততায় ভরে দিন এবং তাদেরকে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত করে তুলুন। যদি আপনি একজন আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান কাফিরকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখেন - বিশেষত ইসলাম বিদেষী এবং জঘন্য ফ্রেঞ্চ - অথবা কোন অস্ট্রেলিয়ান বা কোন কানাডিয়ান অথবা যুদ্ধরত কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন কাফিরকে, সেইসকল দেশের নাগরিকরা অন্তর্ভুক্ত যারা দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে জোটে যোগদান করেছে, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং তাকে যে কোন ভাবে বা যে কোনমাধ্যমে হত্যা করুন। আর এ ব্যাপারে কারও উপদেশ বা ফাতওয়া অব্বেশন করতে যাবেন না। এই কাফিরদের হত্যা করুন হোক সে সামরিক বা সাধারণ নাগরিক, যেহেতু উভয়ের জন্য একই হুকুম। তারা উভয়েই কাফির। তারা উভয়েই যুদ্ধরত হিসাবেই ধর্তব্য (ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশের সাধারণ নাগরিকেরা ঐদেশের প্রতি আনুগত্যের কারণে)। তাদের উভয়ের জান এবং মালের ধ্বংস সাধন আপনাদের জন্য হালাল যেহেতু বাহ্যিক পোশাকের উপর ভিত্তি করে কারও রক্ত ঝরানো হালাল বা হারাম হয়ে যায় না। বেসামরিক পোশাক পরে থাকলে তার রক্ত ঝরানো যেমন হারাম হয়ে যায়না না, ঠিক তেমনি কেউ সামরিক পোশাক পরিধান করলেই তার রক্ত ঝরানো হালাল হয়ে যায়না। শুধুমাত্র যে সকল কারণে কারও রক্ত ঝরানো হারাম হয় তা হচ্ছে ইসলাম ও চুক্তি (শান্তিচুক্তি, জিম্মাদারী প্রভৃতি)। আর কুফরীর কারণে তার রক্তপাত হালাল হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিম, তার রক্ত এবং সম্পদ হচ্ছে সুরক্ষিত। আর যে কাফির, মুসলিমদের জন্য তার সম্পদ নেয়া এবং তার রক্তপাত হালাল। তার রক্ত হচ্ছে কুকুরের রক্তের মত; এই রক্তপাতে তার (মুসলিম) কোন গুনাহ হবে না, আর না তাকে এইজন্য কোন রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর যখন এই নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে এবং তাদের বন্দী করবে আর অবরোধ করবে এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের আক্রমণের জন্য গুঁত পেতে থাকবে”। [সূরা আত-তাওবাহঃ ৫]

এবং তিনি (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন, “সুতরাং যখন তোমরা কাফিরদের সাক্ষাৎ পাবে (যুদ্ধের ময়দানে), তাদের গর্দানে আঘাত কর”। [সূরা মুহাম্মাদঃ ৪]

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “কাফির এবং তার হত্যাকারী কখনই জাহান্নামের আগুনে একত্রিত হবে না”। এবং তিনি বলেন, “যে কেউ একজন কাফিরকে হত্যা করবে, অতঃপর সে তার সম্পদ নিয়ে নিতে পারে (যা তার হত্যাকৃতের মালিকানায)”।

সুতরাং হে একত্ববাদী, ওহে যারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'তে বিশ্বাসী, আপনারা কি আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ অথবা তাদের অন্যকোন মিত্রদেশীয় নাগরিককে পৃথিবীর বুকে নিরাপদে

হাঁটতে দিবেন যখন ক্রুসেডার বাহিনী মুসলমানদের ভূমিগুলোতে সামরিক ও বেসামরিক ভেদাভেদ ছাড়াই আক্রমণ করছে তারা তিনদিন আগেই শাম থেকে ইরাকে পরিবহনরত একটি বাসে বিমান হামলা করে নয়জন মুসলিম নারীকে হত্যা করেছে। যখন মুসলিম নারী এবং শিশুরা ক্রুসেডারদের জঙ্গিবিমানের গর্জনে ভয়ে কাঁপছে তখন কি আপনারা কাফিরদেরকে নিরাপদে তাদের বাড়িতে ঘুমানোর জন্য অবকাশ দিবেন? কিভাবে আপনারা জীবনকে উপভোগ করতে আর ঘুমাতে পারেন আপনাদের ভাইদের সাহায্য ব্যতিরেকে, ক্রুশের পূজারীদের অন্তরাআকে আতঙ্কিত না করে এবং তাদের এই আঘাতের জবাবে বহুগুন আঘাত না করে

তাই হে একত্ববাদীরা, আপনারা যেখানেই থাকুননা কেন, যতটুকু সম্ভব তাদের প্রতিরোধ করুন যারা আপনাদের ভাইদের এবং দাওলাহ'র অনিষ্ট করতে চায়। সবচেয়ে ভালো যা করতে পারেন তা হচ্ছে, আপনি আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং ঐ কাফিরদের হত্যা করুন, হোক সে ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান অথবা অন্যকোন মিত্রদেশীয় নাগরিক (যারা দাওলাহ'র বিরুদ্ধে জোট অংশ নিয়েছে)।

“হে ঈমানদারগন, নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং বেরিয়ে পড় দলে দলে কিংবা বেরিয়ে পড় সমবেত হয়ে”। [আন-নিসাঃ ৭১]

যদি আপনারা একটি আই.ই.ডি (বিস্ফোরক) বা একটি বুলেট পেতে সমর্থ না হন, তাহলে কাফির আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ অথবা তাদের যে কোন মিত্রদেশীয়দের এক এক করে শেষ করুন। পাথরের আঘাতে তাদের মাথা চূর্ণ করে দিন, কিংবা ছুরি দিয়ে তাদের জবাই করুন অথবা আপনার গাড়ি দিয়ে তাকে চাপা দিন, কিংবা উচ্চ স্থান থেকে তাকে ফেলে দিন, কিংবা তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করুন বা বিষ প্রয়োগ করুন। সুযোগ ছাড়বেন না এবং হতাশ হবেন না। আপনার স্লোগান হোক, “যদি ক্রুশের পূজারী এবং তাগুতের পৃষ্ঠপোষক বেঁচে থাকে তবে আমি যেন রক্ষা না পাই”।

যদি আপনি তা করতে না পারেন, তাহলে তার বাড়ি, গাড়ি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিন কিংবা তার ফসলাদি ধ্বংস করে দিন।

যদি আপনি সেটাও করতে অসমর্থ হোন, তাহলে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিন। যদি আপনার অন্তর সেটাও করতে প্রত্যাখান করে, যখন আপনার ভাইয়েরা প্রতিদিন বোমা হামলার শিকার হচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে এবং যখন তাদের শত্রুদের দ্বারা সর্বত্রই তাদের রক্ত এবং সম্পদকে আইনত সিদ্ধ করা হচ্ছে, তাহলে আপনার দীনকে পূণর্মূল্যায়ন করুন। কারণ আপনি এক চরম বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছেন যেহেতু আল-ওয়াল্লা ওয়াল-বারা' ব্যতীত কখনই দীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

পরিশেষে, আমরা ইরাক, শাম কিংবা অন্যান্যস্থানে বসবাসরত আমাদের কুর্দি মুসলিম জনগণ এবং ভাইদের নিকট একটি বার্তা পৌছে দিতে ভুলতে চাই না। “কুর্দিদের সাথে আমাদের যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। নাউযুবিল্লাহ, এটি কোন জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ না! আমরা কুর্দিদের সাথে এইজন্য যুদ্ধ করছি না যে তারা কুর্দি, বরং আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ক্রুসেডার এবং ইয়াহুদিদের সহযোগী। মুসলিম কুর্দিরা হচ্ছে আমাদের জাতি, আমাদের ভাই, যেখানেই তারা থাকুক না কেন। তাদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের রক্ত প্রবাহিত করি। দাওলাতুল ইসলামের এমন অনেক যোদ্ধা আছেন যারা কুর্দি মুসলিম। তারা স্বজাতির লোকদের মধ্যে যারা কাফের তাদের বিরুদ্ধে যোদ্ধাদের মধ্যে কঠিনতম।

হে আল্লাহ্, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং তাদের মিত্ররা আমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা আপনার দ্বীনের প্রতি শত্রুতাবশত তাদের বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তারা আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং আপনার হৃদুকে (নির্ধারিত শাস্তি) এবং আপনি যা নাজিল করেছেন তার দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে। হে আল্লাহ্, আপনি আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন। তাদের জঞ্জিবিমান মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ্, আপনি যা বলেছেন হক্ব বলেছেন, “আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে” [আল-ইমরান: ১৩৯]। হে আল্লাহ্, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনারই উপর নির্ভর করেছি। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম ফয়সালাকারী। হে আল্লাহ্, আমেরিকা এবং এর সহযোগীরা আপনাকে অবিশ্বাস করে এবং আপনার সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। হে আল্লাহ্, আপনি তাদের আমাদের উপর স্থাপন করেছেন তাদের উড়োজাহাজগুলো দিয়ে। হে আল্লাহ্, আপনি জানেন, আপনার সাহায্য ছাড়া তাদের এই জঞ্জিবিমানের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষমতা বা শক্তিই নাই। হে আল্লাহ্, তাদেরকে আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হতে দিবেন না যখন আপনি তাদের উপর অধিষ্ঠিত।

হে আল্লাহ্, তাদের আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হতে দিবেন না যখন আমরা তাদের থেকে উচ্চপর্যায়ের। হে আল্লাহ্, তাদের আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হতে দিবেন না যখন আমরা তাদের থেকে উচ্চপর্যায়ের। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আপনি গৌরবান্বিত এবং আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ নন। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তওবা করি। হে আল্লাহ্, আপনি যা কিছু দিয়েই হোক, যে কোন উপায়েই হোক, তাদেরকে আমাদের ক্ষতি করা থেকে ঠেকাবেন। আপনি মহাশক্তিধর এবং বাধ্যকারী। হে আল্লাহ্, আপনি তাদেরকে মাটিতে নামিয়ে এনে ধরাশায়ী করে দেন এবং আমাদের তাদের উপর অধিষ্ঠিত করুন। আপনি রাজাধিরাজ, চিরবিরাজমান। হে আল্লাহ্। এটাই তাদের শেষ ক্রুসেড অভিযান বানিয়ে দিন, যাতে

আমরা তাদের উপর আক্রমণ করি এবং তারা আর আক্রমণ না করতে পারে। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আপনি মহাগৌরাবান্বিত। আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনারই নিকট তওবা করি। অতএব, আমাদের মধ্যে যারা মূর্খতাসুলভ আচরণ করেছে তাদের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং আমাদের ব্যাপারগুলো আপনারই নিকট সমর্পণ করছি। আপনি মহাগৌরাবান্বিত, মহাগৌরাবান্বিত। আপনি মহান রক্ষক এবং সাহায্যকারী।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং তার সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রতি।

আমাদের সর্বশেষ আহবান: সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু!